দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 NOV 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

চট্টগ্রামে দু'টি ছাত্র সংগঠনে সংঘর্ষ ঃ আহত ৩০

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ২৪ নবেম্বর।- বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের চন্দনপুরা এলাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। আহতদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় নগরীর চন্দনপুরা আবাসিক এলাকায় ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে উভয়-পক্ষের মধ্যে প্রায় শতাধিক রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম কলেজের কাছে শিবিরের মহানগরী অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। অপরদিকে ছাত্রদল চন্দনপুরা মসজিদের সামনে অবস্থান নেয়। প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী উভয়দলের মধ্যে গুলিবিনিময়কালে আবাসিক এলাকার জনগণ প্রাণ ভয়ে এদিক-ওদিকে পালাতে থাকে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালান। পুলিশ কমপক্ষে ১০ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস ছুড়ে। ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাত ১০ টায় কোতোয়ালী থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তা জানানঃ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলেও ঘটনা সম্পর্কে তিনি এখনো কিছু জানাতে পারছেন না। পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থলে রয়েছেন। বিএনপি মহানগরী শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এডভোকেট বদরুল আনোয়ার জানানঃ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শিবির কর্মীরা চন্দন-পুরা পশ্চিম গলির মুখে আনসারী হোটেলে চা খাওয়ার জন্য এসে হোটেলের মালিককে মারধর করে। এ সময় স্থানীয় ছাত্রদল কর্মীরা তাদের বাধা প্রদান করলে শিবির কর্মীরা চলে যায়। পরে তারা চট্টগ্রাম কলেজ ও পার্শ্ববর্তী শিবির অফিস থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে ছাত্রদল কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে ছাত্র-দলের ১০ জন কর্মী আহত হয়েছে। শিবির কর্মীরা প্রায় শতাধিক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মহানগর শাখা এক বিবৃতিতে শিবিরের হামলার নিন্দা জানান এবং বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল

(৩-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে দু'টি ছাত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও প্রতিবাদ সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। শিবির কর্মীরা বেশকিছু যানবাহন ও দোকানপাট ভাংচুর করে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।

ইসলামী ছাত্র শিবির এক বিবৃতিতে বলে, ছাত্রদল তাদের অফিস দখল করার প্রচেষ্টা চালালে শিবিরের প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। এই সময় ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় ২০ জন শিবির কর্মী আহত হয়। আহতদের মধ্যে শাহাদৎ, আসিফ, হান্নান, মহিউদ্দিন, মাইনুদ্দিন ও সেলিমের অবস্থা মারাত্মক। ছাত্রদল কর্মীরা প্রায় শতাধিক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে।